সর্ব বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ

আদিপুস্তক ৮.১৫-২২পদ

এক বৎসর দশ দিন জাহাজের মধ্যে থাকার পর নোহ ও জাহাজের মধ্যে তাঁর সঙ্গীরা মাটিতে পা ফেললেন। বহু প্রতিক্ষার এই মুহূর্তটি বাস্তবায়িত করতে নোহ কোন প্রকার তড়ি ঘড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে, বিশ্বাস সহকারে জাহাজ থেকে বাইরে আসার জন্য ঈশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করেছেন। যদিও, উপস্থিত বুদ্ধি, তথা প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নোহ দাঁড়কাক ও কপোতকে জাহাজের বাইরে পাঠিয়ে বাইরের পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছিলেন; তথাপি নোহ কেবল বাহ্যিক তথ্যকে ভিত্তি করে জাহাজের বাইরে আসার সিদ্ধান্ত নিজের হাতে তুলে নেননি। কিন্তু, যিনি তাঁকে এই মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করতে জাহাজের ভিতরে আসতে আদেশ করেছিলেন (৭.১), তাঁর কাছ থেকে জাহাজের বাইরে আসার নির্দেশ পাবার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ৮ অধ্যায় ১৬ পদে, ঈশ্বর নোহকে তাঁর পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের বাইরে যেতে আদেশ করেন। কেবল নোহ ও তাঁর পরিবার নয়, কিন্তু জাহাজে প্রবেশকারী সমস্ত প্রাণীকেও জাহাজের বাইরে আনতে ঈশ্বর আদেশ করলেন (১৭ পদ)। নোহ সেই আদেশ পালন করলেন।

এইভাবে, নোহ বিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাস-জীবন যাপনে আদর্শ স্থাপন করেছেন। বিশ্বাসী আমরা অবশ্যই ঈশ্বর-দত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি বা যুক্তির সদ্ব্যবহার করব। প্রাপ্ত সমস্ত সুযোগকে ব্যবহার করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করব। কিন্তু আমরা কখনও আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত তথ্যকে ভিত্তি করে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। কারণ, তা যদি করি, তাহলে আমাদের সঙ্গে অবিশ্বাসী বা যুক্তিবাদীদের কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বাসী আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে আগ্রহী হব। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ না জেনে বিশ্বাসী আমরা কখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ জানতে হলে আমাদের নোহের মতো অপেক্ষা করতে হবে। নোহের সময় ঈশ্বর যদিও সরাসরি নোহকে তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ জানিয়েছিলেন, আজ ঈশ্বর তাঁর বাক্য লিপিবদ্ধ করার দ্বারা, বাইবেলের মাধ্যমে আমাদের তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে থাকেন। তাই, প্রত্যহ প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন ও পালনের দ্বারা বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারে। আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে তাঁর বাক্যকে কতখানি ভালোবাসি?

জগৎ সৃষ্টির সময় ঈশ্বর আকাশে, জলে ও মাটিতে বিভিন্ন প্রাণীদের সৃষ্টি করার পর তাদের প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশীর্বাদ করেছিলেন (১.২২, ২৮)। কিন্তু তাদের উপর কর্তৃত্বকারী (১.২৬) মানুষের পাপের দ্বারা তারাও পতিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, মহাপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি প্রাথমিক আশীর্বাদকে ভুলে যাননি; তাই, তাদের প্রতি *প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশীর্বাদ* ঈশ্বর পুনরায় স্মরণ করলেন (৮.১৭)। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে, পৃথিবী থেকে সমস্ত প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। কিন্তু ঈশ্বর তা করেননি; পরিবর্তে, তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনে প্রয়োজন। কারণ, তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কি কোন যোগ্যতা ছিল? না, আমাদের যোগ্যতার দ্বারা নয়; কিন্তু তাঁর অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি। আবার, কেবল বেঁচে থাকা নয়, তিনি যীশুকে আমাদের জন্য দিয়েছেন, *যেন আমরা জীবন পাই ও জীবনের উপচয় পাই* (যোহন ১০.১০)। তাই, আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা চিন্তা করে, আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না। আমাদের জীবনে কত বিষয় আছে, যাদের জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য; আমাদের সুস্থ শরীর, আমাদের পরিবার, আমাদের শিক্ষা-জীবন, আমাদের কর্ম-জীবন, আমাদের জাতীয়-জীবন --প্রতিটি বিষয়ের জন্য আমরা তাঁর ধন্যবাদ করতে

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বাধ্য। কিন্তু খুবই লজ্জার বিষয়-- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, তাঁর ধন্যবাদের পরিবর্তে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করি!

কিন্তু নোহ আমাদের মতো অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেননি। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর হৃদয়ের ধন্যবাদের ডালি উপহার দিতে ভুলে যাননি। ১ বৎসরের অধীর প্রতিক্ষার পর মাটিতে পা দিয়ে, নোহ অনেক কিছুই করতে পারতেন। হয়ত, জাহাজের মধ্যে দিন কাটাতে কাটাতে এই দিনটার সম্বন্ধে নোহ তাঁর মনে মনে অনেক স্বপ্নই দেখেছিলেন। একটু ভালো করে রান্না করে পেট ভরে খাবার স্বপ্ন; বা স্বচ্ছ-শীতল জলে ভালো করে স্নান করার স্বপ্ন। কিন্তু নোহ তার সেই সমস্ত স্বপ্নকে প্রথমে বাস্তবায়িত করেননি;কারণ, তিনি জানতেন তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান বিষয় কী? জাহাজ থেকে নেমে নোহ যে কাজটি সবার আগে করেছিলেন, তা হল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। নোহ ও তাঁর পরিবার জাহাজ থেকে নেমে মাটিতে পা রেখে প্রথমে ঈশ্বরের সামনে হাঁটু গেড়েছিলেন। যীশু আমাদের আজ্ঞা করেছেন, আমরা *যেন আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার আগে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য চেষ্টা করি* (মথি ৬.৩৩)। ঈশ্বর পৌলের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ***"সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীস্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা"*** (১ থিষলনীকীয় ৫.১৮)। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে বাধ্য;কারণ এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করার পরিবর্তে, তাঁকে আমাদের ক্ষোভ জানাই-- কারণ আমরা তাঁর ইচ্ছা জানি না। কিন্তু নোহ ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতেন। তাই, তিনি জাহাজ থেকে মাটিতে নেমে সবার আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদের বেদি নির্মাণ করেলেন। কয়েকটি শুচি পশু ও পাখী বেদির উপর হোম বলি হিসাবে উৎসর্গের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করলেন (২০ পদ)। এই হোম বলি উৎসর্গের দ্বারা নোহ নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করলেন, এর দ্বারা নোহ স্বীকার করলেন, "প্রভু তুমি তোমার অপার করুণায় আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করেছ। আমার কোন যোগ্যতা ছিল না নিজেকে এই মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করার। কিন্তু তুমি তোমার অপার অনুগ্রহে আমাকে রক্ষা করেছ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমিই আমার জীবনের একমাত্র মালিক। আমি আমার জীবনকে তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য উৎসর্গ করি।" নোহকে এইভাবে ঈশ্বর আরাধনা করতে দেখে, আমরা হেবলকে স্মরণ করতে পারি (আদি ৪.৪)। শয়তান যদিও কয়িনকে ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের সত্য আরাধনাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, ঈশ্বর তা হতে দেননি। শেথের দ্বারা ঈশ্বর নতুন করে ঈশ্বরের সত্য আরাধনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন (আদি ৪.২৬)। কিন্তু শেথের বংশধররা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাদের সত্য ঈশ্বর আরাধনাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, যখন তারা মনুষ্যদের কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত চিন্তা ও কল্পণা নিরন্তর কেবল মন্দ বলে পরিগণিত হয় (৬.৬)। বাধ্য হয়ে ঈশ্বর মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তাদের ধবংস করেন। কিন্তু নোহকে সেই মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করে ঈশ্বর পৃথিবীতে ঈশ্বর আরাধনাকে টিকিয়ে রাখলেন।

২১ পদে বলা হয়েছে, নোহের দ্বারা উৎসর্গীকৃত হোম বলির সৌরভ ঈশ্বর আঘ্রাণ করলেন। ঈশ্বর যেমন হেবলের দ্বারা উৎসর্গীকৃত বলিকে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনই নোহের বলিদানেও ঈশ্বর প্রীত হলেন। নতুন নিয়মে পৌলের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে যীশু খ্রীস্টই স্বয়ং আমাদের পরিবর্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলি, ***"... খ্রীস্ট আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে, সৌরভের নিমিত্ত, উপহার ও বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন"*** (ইফিষীয় ৫.২)। তাই, মানুষ আমরা আমাদের *জীবন বা সৎকার্যের দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি না* (ইফিষীয় ২.৮-৯); কিন্তু যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সকলে "*নতুন সৃষ্টি*" হয়েছি (২ করি ৫.১৭);যার ফলস্বরূপ ঈশ্বর যখন আমাদের দেখেন, তিনি *তাঁর পুত্রের ধার্মিকতা দেখেন* (২ করি ৫.২১)। তাই, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, ***"বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া কারও সাধ্য নয়"*** (ইব্রীয় ১১.৬)। তাই, যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ***"নতুনীকরণের দ্বারা স্বরূপান্তরিত হয়ে আমরা আমাদের দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ***

করি; কারণ এটাই আমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা” (রোমীয় ১২.১-২)।

নোহের উৎসর্গীকৃত হোমবলি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর নিজের মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। ধরা যেতে পারে, এই সিদ্ধান্ত ঈশ্বর প্রথমে মনে মনে নিলেও, পরে নোহকে জানিয়েছিলেন। তাই, তা আমরা আজ জানতে পেরেছি। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মানুষের পাপের কারণে তিনি মাটিকে আর অভিশাপ দেবেন না। আমাদের স্মরণে আছে, আদমের পাপের কারণে মাটি অভিশপ্ত হয়েছিল (আদি ৩.১৭)। তাই, এখানে ঈশ্বর যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, তা কোনভাবেই আদমের পাপের কারণে মাটির অভিশপ্ত হওয়াকে বাতিল করেনি। ঈশ্বরের পবিত্র-নগরে বিশ্বাসীদের সংগ্রহ করার দিন পর্যন্ত মাটির প্রতি অভিশাপ বহাল থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২২.৩)। তাই, এখানে ঈশ্বর যে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলেছেন, তার অর্থ মানুষের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি করতে মাটি নতুন করে আর অভিশপ্ত হবে না। কারণ, বাল্যকাল অবধি মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট। এর দ্বারা ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন, আমাদের হৃদয় জন্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে মন্দ ও পাপে পতিত। মহাপ্লাবনের ন্যায় ধ্বংসকার্যের দ্বারাও তার প্রতিকার সম্ভব নয়। সহজ কথায়, মহাপ্লাবন অপরাধীদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে, কিন্তু তা তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পারিনি। তাই, এই মহাপ্লাবনের ন্যায় দ্বিতীয় কোন ধ্বংসলীলার দ্বারাও মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব নয়। ঈশ্বর তাঁর অনন্ত পরিকল্পনায় আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত পরিবর্তন করতে ক্রুশের উপর যীশু খ্রীস্টের আত্মোৎসর্গের পথকে স্থির করেছিলেন। তাই, ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এমন মহাপ্লাবনের দ্বারা তিনি আর কখনও সকল প্রাণীকে সংহার করবেন না। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, ঈশ্বর তাঁর শেষ বিচারকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। না, শেষবিচার অবশ্যই আসবে; অবশ্য তা জলের দ্বারা নয়, কিন্তু আগুনের দ্বারা (২ পিতর ৩.৭, ১০, ১২)।

মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তিত করার জন্য পৃথক পরিকল্পনা থাকায়, মহাপ্লাবনের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা পৃথিবীর স্বাভাবিক ঋতুচক্রকে ঈশ্বর বিঘ্নিত না করার বিষয় সিদ্ধান্ত নিলেন। প্লাবনের কারণে ১ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর স্বাভাবিক ঋতুচক্র বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে, আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি হবে না। বরং, পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন মাটিতে বীজ ফেলার ও শস্য সংগ্রহের সময়, এবং ঠাণ্ডা ও গরম, গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, দিন ও রাত ইত্যাদির নিবৃত্তি হবে না (২২ পদ)। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাঁর বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধানকে নির্দেশ করেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বর তাঁর এই তত্ত্বাবধানের প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্তভাবে পালন করে চলেছেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, আবহাওয়ার পরিবর্তন, ঋতুর পরিবর্তন, গাছের জন্ম ও ফলদান-- এ সকলই আমাদের কাছে প্রতিদিনের স্বাভাবিক বিষয়। এর অন্যথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তাই, এ সমস্ত বিষয়কে আমরা আমল দিই না। এদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধানকে আমরা দেখতে পাই না। তাঁকে ধন্যবাদ দিই না।

কিন্তু আজ ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন। মানুষ যাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, বাইবেল তাকে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধান বলে। ঈশ্বর সৌরজগতের প্রতিটি বিষয়ের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। যার ফলস্বরূপ, সূর্যের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী একইভাবে ঘুরে চলেছে; আবার পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘুরে চলেছে। এদের কোনটাই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। সূর্য কোনদিন উঠতে দেরি করে না, বা পূর্ণিমার চাঁদ একদিন আগে আকাশে দেখা যায় না। কারণ, ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় ও বিশ্বস্ততায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। ঈশ্বরের এমন বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধানের সামনে আমরা আমাদের অবিশ্বস্ত জীবনের পক্ষে কোন্ অজুহাত দেখাব? ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। তাঁর আত্মার পরিচালনায় পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার মধ্যে তাঁর হাত দেখবার বিশ্বাস তিনি আমাদের দিন। যেন আমরা *সমস্ত বিষয়ে তাঁর ধন্যবাদ করতে পারি; কারণ খ্রীস্ট যীশুতে এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা* (১ থিষ ৫.১৮)।